সংবাদ

তারিখ ... 19 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সুপারিশ

নিবন্ধন ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে না

আর. কে. রেজা

দেশে নিবন্ধন ছাড়া আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে না। মাদ্রাসা (আলিয়া ও কওমি) ও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়সহ সব সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই নিবন্ধিত হতে হবে। সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে এসব বিষয়ে স্পষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এরই মধ্যে শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। আগামী মাসে (সেপ্টেম্বর) প্রথম সপ্তাহে খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে জমা দেয়া হবে বলে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সব বিদ্যালয়েই সমমানের শিক্ষাদান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য থাকবে সরকারি কর্মকমিশনের মতো পৃথক একটি কমিশন। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সবার জন্য একই মানের। পাশাপাশি পাঠদান ও পাঠগ্রহণকে উৎসাহিত করতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতির জন্য থাকবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়ে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিরাজমান সমস্যা ও নানা বৈষম্য দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করতে প্রাথমিক শিক্ষা আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ বিষয়ে শিক্ষানীতিতে জোর দেয়া হয়েছে। এতে এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করার কথা বলা হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে প্রথম ধাপে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে ছয় বছর (১ম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী) করা হবে। এরপর ২০১৫ সালে সাত বছর (১ম থেকে ৭ম শ্রেণী) এবং ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি করে আট

নিবন্ধন : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

নিবন্ধন : প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছর (১ম থেকে ৮ম শ্রেণী) করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগে নেয়ার বিষয়টি শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন- কমিউনিটি স্কুল, নিবন্ধনবিহীন স্কুল, নিবন্ধনকৃত স্কুল, সরকারি বিদ্যালয়, গ্রামে অবস্থিত বিদ্যালয়, শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের মধ্যে বিরাজমান সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্যগুলোকে দূর করতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। সাংবিধানিক নির্দেশের আলোকেই এ পদক্ষেপ নেয়া হবে। সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক নির্দেশ পালনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রই পালন করবে। তবে কোন ব্যক্তি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোন এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে চাইলে তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

আরও যেসব বিষয়ে শিক্ষানীতিতে সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- পাঠদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। দেশপ্রেম, নৈতিকতাবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- বাংলা, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জানা গেছে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে শিশুদের পাঠদানে উৎসাহিত করতে দুপুরের খাবারসহ শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রেও আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিকতা ও ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় করা হবে। শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষানীতিতে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার কথা উল্লেখ করে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ব্যবস্থাসহ শিশুকে নৈতিক শিক্ষা ও আত্মিক গুণাবলি সম্পন্ন করা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করার জন্য শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে বলা হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করাসহ প্রতিবন্ধী ও সমাজের পিছিয়েপড়া শিশুদের জন্য শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করতে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেয়া, পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া হবে।

সব সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জন্য মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এ কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন জেলা ও উপজেলাভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ শিক্ষার মেয়াদ হবে এক বছর। পাঁচ বছরের বেশি শিশুদের এ শিক্ষার আওতায় আনা হবে। এক বছর মেয়াদি এ শিক্ষার শিক্ষাক্রম হবে মূলত বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক। এখানে খেলার ছলে শিক্ষার প্রতি শিশুদের আকর্ষণ সৃষ্টির কাজটি করা হবে। তবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধির কাজটি সময়সাপেক্ষ বলে দেশের সব বিদ্যালয়ে শুরু করা যাচ্ছে না। এ বাস্তবতা বিবেচনায় এনে যত দ্রুত সম্ভব ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হচ্ছে। নীতি প্রণয়নের জন্য গত ৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ১৬ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন। কয়েক মাসের পরিশ্রম শেষে চলতি মাসে কমিটি শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষানীতির খসড়া নিয়ে এ পর্যন্ত ৪৩টি সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে কমিটি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির এক সদস্য সংবাদকে জানান, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, খসড়া নীতিটি নিয়ে আলোচনাকালে বিভিন্ন মহলের ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।